নাউ ইজ্ দ্য টাইম

[ঈশ্বরকে স্ব-চক্ষে দেখে বিশ্বাস করাকে যদি আস্তিকতা বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই একজন নাস্তিক; কারণ, আমি স্ব-চক্ষে ঈশ্বরকে কখনও দেখিনি এবং দেখার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না! অর্থাৎ, সারাটা জীবন নাস্তিক-ই থেকে যেতে হবে মনে হয়!]

একটি উদাহরণ দিয়ে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই। উদাহরণটি এরকম :

ধরা যাক একজন মানুষ সেরকম প্রশংসার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাকে যথেষ্ঠ প্রশংসায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো! তাতে মানুষটি কি খুব রেগে যেয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে তেড়ে আসবে? যথেষ্ঠ প্রশংসার বিপরীতে অথেন্টিক ডকুমেন্ট সহ প্রমাণ দেখাতে বলবে? ‘‘আরে মিয়া … প্রশংসা তো করছেন … তা অথেন্টিক ডকুমেন্ট দেখাতে পারবেন তো?’’ - এরকম কিছু বলবে? জেলের ভয় দেখাবে? তা কিন্তু মোটেও না! এই ক্ষেত্রে মানুষ যা বলতে পারে তা কিছুটা এরকম : প্রথমত লজ্জা পেতে পারে! দ্বিতীয়ত বলতে পারে ‘‘নারে ভাই, আমি এরকম প্রশংসার যোগ্য নই’’। বড়জোর যেটা বলতে পারে সেটা হচ্ছে ‘‘আমি এসব প্রশংসা-ট্রশংসা পছন্দ করি না। আমার প্রশংসা না করলেই বরং খুশী হবো’’। এ পর্যন্তই।

এবার মানুষটির বিরুদ্ধে যদি নোংড়া সমালোচনা করা হয়? যা-ইচ্ছে-তাই বলে কুৎসা রটানো হয়? মানুষটি কিন্তু এবার ছেড়ে দেবে না, তা সাধু-দরবেশ-আস্তিক-নাস্তিক যে-ই হোক না কেন। নোংড়া সমালোচনা, কুৎসা রটনা ইত্তাদির পেছনে অবশ্যই অথেন্টিক কারণ/ডকুমেন্ট দেখাতে বলবে। প্রয়োজনে কোর্ট-কাচারির ভয়ও দেখাতে পারে!

এই উদাহরণের মূল বক্তব্য হচ্ছে, কারো প্রশংসা বা গুণ-গান গাওয়ার জন্য কোন ডকুমেন্ট দেখাতে হয় না বা কেহ দেখাতে বলে না। এরকম কিছু কখনও শুনি নাই! এ নিয়ে কেহ তেমন একটা মাথাও ঘামায় না। বিষয়টি, অলিখিতভাবে হইলেও, ইউনিভার্সালী অ্যাক্সেপ্টেড্। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট দেখাতে হতেও পারে, সমালোচনার মাত্রার উপর নির্ভর করে। *অর্থাৎ, লজিক্যালি/এথিক্যালি, কট্টর সমালোচনা অবশ্যই অথেন্টিক ডকুমেন্ট নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।*

এ’কথা সর্বজনবিদিত যে, প্রফেট মুহাম্মদ (সঃ) একমাত্র কোরান ছাড়া আর কোন গ্রন্থ লিখে যান নাই। প্রয়োজন মনে করলে ওনি নিশ্চয় আরো কিছু লিখে যেতে পারতেন। প্রয়োজন মনে করেন নাই বলেই কোরান ছাড়া আর কিছু লিখে যান নাই। অথচ তাঁর মৃত্যুর প্রায় ২০০-৩০০ বছর পর যা-ইচ্ছে-তাই লিখে ‘অথেন্টিক গ্রন্থ’ নাম দিয়ে তাঁরই নামে চালিয়ে দেওয়া কোন সুস্থ্য লজিকের মধ্যে পড়ে না! (*আইনষ্টাইনের মৃত্যুর ২০০-৩০০ বছর পর আইনষ্টাইন বা তাঁর রিলেটিভিটি থিওরির উপর গাদা-গাদা বই লিখে ‘অথেন্টিক গ্রন্থ’ নাম দিয়ে আইনষ্টাইনের নামে চালিয়ে দিলে*

মানুষ সেটা গ্রহণ করবে না। ইট্ ইজ্ প্লেইন এন্ড সিম্পল্।) সেইসব 'অথেন্টিক' গ্রন্থের মধ্যে অনেক সঠিক তথ্য থাকতেও পারে। কিন্তু কোন্গুলি সঠিক আর কোন্গুলি ফ্যাব্রিকেটেড সেটা যাচায় করার কোন ওয়ে নেই এবং আর সম্ভবও না। একমাত্র ওয়ে হচ্ছে কোরানের সাথে তুলনা করে কিছু তথ্য সর্টিং করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলো তো রিডান্ডান্ট তথ্য হবে, কারণ একই কথা কোরানে যেহেতু রয়ে গেছে। কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। তাছাড়াও শিয়াদের হাদিস সুন্নিরা মানে না, সুন্নিদের হাদিস শিয়ারাও না। অনেকে আবার কোন হাদিসই মানে না। সুতরাং, এক গ্রুপের বিশ্বাস আরেক গ্রুপের উপর চাপিয়ে দেওয়া লজিক্যাল নয়! একদল মানুষ যেটা বিশ্বাসই করে না, সেটাই আবার তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরই সমালোচনা করা একদমই ইল্লজিক্যাল এবং আন্-এথিক্যালও বটে!

মজার বিষয় হচ্ছে, মোল্লারা যে সকল (দু/তিন নম্বরী) সোর্স ব্যবহার করে ওয়াজ-মিলাদ-মাহফিল ইত্তাদির মাধ্যমে প্রফেট মুহাম্মদের প্রশংসা ও গুণ-গান গেয়ে আসছে, ধর্মব্যবসা করে আসছে; কিছু সমালোচকও (সবাই না) সেই একই সোর্স ব্যবহার করে তাঁর (মুহাম্মদের) কট্টর সমালোচনা করে আসছে! দু'পক্ষের কেহই দু/তিন নম্বরী সোর্স থেকে বেরুতে পারছে না বা বেরুতে চায় না! দু/তিন নম্বরী সোর্স থেকে বেরিয়ে আস্লে তাদের 'পৃথিবী' বেশ ছোট হয়ে আসবে বলেই তারা হয়তো ভয় পাচ্ছে! এক্ষেত্রে, অদ্ভুত শুনালেও, উপরের উদাহরণ অনুযায়ী, মোল্লাদের থেকে কিছু সমালোচকরাই বেশী ইল্লজিক্যাল/আন্এথিক্যাল (কারণ, সমালোচকরা আন্অথেন্টিক সোর্স ব্যবহার করে কট্টর সমালোচনায় লিপ্ত)! *হাদিস নিয়ে যেহেতু অ-নে-ক সন্দেহ ও বাক্বিতন্ডা আছে, সেহেতু কিছু সমালোচক সেই হাদিস ব্যবহার করে কট্টর সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট্' সূত্রকে লংঘন করছে!*

প্রফেট মুহাম্মদের সময়ে তাদের নিজস্ব কালচার, কু-সংস্কার ইত্তাদি থাকতেই পারে। মুহাম্মদ সেই কালচারেরই একজন মানুষ এবং কিছু কিছু কালচার ফলো করতেও পারেন (যদিও আমি নিশ্চিৎ না)। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে মুহাম্মদ সেই কালচার ও কু-সংস্কার থেকে কিছুই কোরানে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এ্যারাব কালচার ও কু-সংস্কারের তেমন কিছুই কোরানে নেই। উদাহরণ স্বরূপ - টুপি, দাড়ি, জুব্বা, পাগড়ি, আলখেল্লা, সুন্নতি রুমাল, বোরখা, বিভিন্ন হোম রিমিডি (Home remede), ফিমেল ইন্ফ্যান্টিসাইড (Infanticide), পাথর মেরে হত্যা, অনার কিলিং (Honor killing), তাবিজ-তুম্বা-ঝাড়ফুঁক .... আরো অ-নে-ক!

ইন্ ট্রু এন্ড রিয়্যালিস্টিক সেন্স, কোরানের বাহিরে কোন কিছুই ইসলামিক হতে পারে না; তবে ট্র্যাডিশনাল হতে পারে। যারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজে সংঘটিত সবকিছুকেই ইসলামের মধ্যে গুঁজিয়ে দিয়ে ইসলামের সমালোচনা করছে তাদের চিন্তাভাবনা আর যাই হোক সুস্থ্য হতে পারে না। তাছাড়াও তারা মূল সমস্যাগুলোকে পাশ কেটে যেতে চায়! একি অজ্ঞতা, নাকি সীমাবদ্ধতা, নাকি নিছক বিদ্বেষ?

কোরানে মোল্লাতন্ত্রের (Priesthood) কোন কন্সেপ্ট-ই নেই। কোরান ধর্মব্যবসায়ীদের (মোল্লা) সম্পূর্ণ ডিনাউন্স করে। কিছু লোক ইসলামের উপর উত্তেজক কবিতা/বই লিখে উগ্র-মোল্লাদের

কোপানলে পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধেই আবার জেহাদ ঘোষণা করছে! *অথচ এই উগ্র-মোল্লারা না থাকলে তারা কিন্তু স্বচ্ছন্দে লিখে যেতে পারতেন, কারো ঘাতানি খেতে হতো না!* উগ্র-মোল্লাদের ঘাতানি খেয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোন্ লজিকের মধ্যে পড়ে? উগ্র-মোল্লাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই লজিক্যাল নয় কি? কেহ যদি ইসলামের নাম ভেঙ্গে (ধর্মব্যবসা) উত্তেজক কিছু লিখে 'সহজ পথে' ধনী হতে পারে বা উগ্র-মোল্লাদের ঘাতানির উছিলায় (জুজুর ভয় দেখিয়ে) উন্নত কোন দেশে অ্যাসাইল্যাম্ পায় সেক্ষেত্রে আমার অন্ততঃ কোন আপত্তি নেই। আফ্টার অল্, ইসলাম তাদের উপকারই করছে! *কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে, বিষয়টা তো আর এ'টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না! সেইসাথে সামাজিক বিশৃংখলারও সৃষ্টি করছে!* অনুরূপভাবে, কেহ কেহ ইসলাম (শান্তিবাদ) ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে উগ্র-মোল্লাদের কোপানলে পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করছে! অথচ কোরানে সাধারণ ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) কোনরকম পার্থিব শাস্তির বিধান নেই। বিশ্বাস কি কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস? ভালো লাগলে মানুষ বিশ্বাস করবে, অন্যথায় করবে না; সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই নয় কি? এ বিষয়ে কোরান কি বলে দেখুন : [2:256, 109:6, 6:108, 16:125, 17:36, and many more]। এরকম *ওপেন এন্ড সেকুলার* ডিক্লারেশন [2:256, 109:6, 6:108] অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং, দয়া করে কেহ আন্‌অথেন্টিক সোর্সের উপর ব্যাসিস করে মানুষে-মানুষে হ্যাট্রেড আর বাড়াবেন না [17:36]!

আইনষ্টাইনের $E = mc^2$ সূত্রের আলোকে এ্যাটমিক বোম্ব তৈরী করা হয়েছে এবং যতদূর জানলাম আইনষ্টাইন নিজেই এ্যাটমিক বোম্ব প্রজেক্টের উদ্দোক্তা ছিলেন এবং ওনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই প্রজেক্টে জড়িতও ছিলেন। *এখন কেহ যদি বুশের এ্যাটমিক বোম্বের ঘাতানি খেয়ে আইনষ্টাইন বা রিলেটিভিটি থিওরীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাহলে কেমন শুনাবে!* যদিও আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কিছুটা লজিক্যাল; কারণ, আইনষ্টাইন নিজেই এ্যাটমিক বোম্বের উদ্দোক্তা ছিলেন। তবে আইনষ্টাইন নিশ্চয় মানুষ হত্যা করার জন্য $E = mc^2$ সূত্র আবিষ্কার করেন নাই! নাকি করেছেন!

যতই উগ্র-মোল্লা/টেররিষ্ট ও ইসলামকে জোর করে এক সাথে মেশানোর চেষ্টা করেন না কেন, তারা যে পরক্ষণেই আলাদা হয়ে যাবে [2:217, 5:8, 5:32, etc]! কারণ, একটি জল আরেকটি তেল! সবকিছুকে মেনে না নিলেও কিছু কিছু ক্লিয়ার-কাট্ সত্যকে অন্ততঃ মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। অন্যথায় কেহই প্রগ্রেস করতে পারবে না।

'ইসলাম' শব্দটা নিয়ে অনেকেই জেনে বা না জেনে এখনও বিভ্রান্তির মধ্যেই রয়ে গেছে! 'ইসলাম' শব্দের লিটারাল অর্থ হচ্ছে 'পীস্' (শান্তি)। আর 'শান্তি' শব্দ থেকেই 'শান্তিবাদ', 'মানবতাবাদ' ইত্তাদির উৎপত্তি। *মুসলিমরা যদি প্রথম থেকেই 'ইসলাম' শব্দের বাংলা অনুবাদ 'শান্তিবাদ' এবং ইংরেজী অনুবাদ 'Humanism (মানবতাবাদ)' ব্যবহার করে আস্তো সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে 'মানবতাবাদ/হিউম্যানিজম' নামের একটি সেক্ট-এর আবির্ভাব হতো না!* যাহোক, কোন কোন স্কলারের মতে 'ইসলাম' শব্দের আইডিওলজিক্যাল অর্থ হচ্ছে 'একক ঈশ্বরে

বিশ্বাস (Submission to One Creator)'। তাহলে 'ইসলাম' শব্দের সমষ্টিগত অর্থ দ্বারাচ্ছে 'শান্তিপূর্ণভাবে একক ঈশ্বরে বিশ্বাস'। অতএব আয়াত 22:17, 2:62 ও 3:85 অনুযায়ী হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, জিউস, সাবিয়ান ..... নির্বিশেষে যারা শান্তিপূর্ণভাবে একক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা সবাই সঠিক পথেই আছে অথবা তাদের বোঝা-পড়া হবে একমাত্র আল্লাহর সাথে। অথচ কিছু সমালোচক মোল্লাদের হাতে হাত মিলিয়ে ইসলামের নামেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণা, বিদ্বেষ, আর প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এই বলে যে, একমাত্র কোরান ফলোয়াড় ছাড়া বাকি সবাই (হিন্দু, খৃষ্টান, জিউস ইত্তাদি) কাফের এবং সেই সাথে অবশ্যই নরকবাসী; যেখানে, স্পেসিফিক্যালি 'শুধুই কোরান' ফলোয়াড়দের কথা একদমই লিখা নেই (দেখুনঃ 22:17, 2:62 ও 3:85)! এসব প্রপাগান্ডার সমাধান কি?

> **22.17:** Those who believe (in the Qur'an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians, Christians, Magians, and Polytheists (idolaters),- Allah will judge between them on the Day of Judgment: for Allah is witness of all things.
>
> **2.62:** Those who believe (in the Qur'an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.
>
> **3.85:** And whoever desires a religion other than Islam [Peace], it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers.

অনুরূপভাবে 'আল্লাহ' শব্দটা নিয়েও কিছু মানুষ দিনের পর দিন প্রপাগান্ডা চালিয়ে আসছে! তারা যেন বড় হতেই চায় না! কেহ বলে 'এ্যারাব গড', কেহ বলে 'মুন গড', কেহ বলে 'স্কাই গড' ইত্তাদি! 'আল্লাহ' শব্দটাতে 'এ্যারাবিক' ও 'মুসলিম' এর গন্ধ আছে বলেই এই ধরণের বিদ্বেষ কি না কে জানে! কিন্তু এরা যেটা জানেনা সেটা হচ্ছে যে এ্যারাবিক বাইবেলেও 'আল্লাহ' লিখা আছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের খৃষ্টানরা তাদের গডকে 'আল্লাহ'ই বলে! 'আল্লাহ' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে সেটা একদমই ইম্ম্যাটেরিয়াল! কথায় বলে না, নামে কি-ই বা আসে যায়? বরং শব্দটা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Allah শব্দটা ডিরাইভ করা হয়েছে Al-ilah থেকে। 'Al' শব্দের অর্থ 'The' এবং 'ilah' শব্দের অর্থ 'God'। সুতরাং, Al-ilah বা Allah শব্দের অর্থ হচ্ছে The God। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে The God দ্বারা <u>একমাত্র ইউনিভার্সাল</u> স্রষ্টাকেই বুঝানো হয়েছে। এতে কোন শত্রুরও সন্দেহ থাকার কথা না! কিছু অজ্ঞ এও বলে যে 'আল্লাহ' নাকি কাবাঘড়ের অনেকগুলো মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তি! সমস্যা হচ্ছে এরা কোরান একদমই পড়েনি [112: 1-4, 2:255, 41:54, 85:20] অথবা গুগল সার্স দিয়ে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে! ইন্টারনেটের বদৌলতে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষে-মানুষে বিদ্বেষ ছড়ানো যেমন সহজ, ঠিক তেমনি আবার একই বদৌলতে এসব বিদ্বেষের ক্লেয়ারিফিকেশনও মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে! কথায় বলে না, 'প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে (Nature does avoid emptiness)'! মাঝখানে থেকে সবারই শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে আর আমরা সবাই বার বার পিছিয়েও যাচ্ছি!

ঈশ্বরের কাছে 'শান্তি' হচ্ছে নাম্বার-১ শর্ত (3.85: Nothing will be accepted except PEACE/ISLAM!) এবং পরবর্তী শর্ত হচ্ছে 'ঈশ্বরে বিশ্বাস'। সুতরাং, 'শান্তিপূর্ণভাবে একক ঈশ্বরে বিশ্বাস' হচ্ছে ঈশ্বরের টু-ইন-ওয়ান শর্ত। সবগুলো ধর্মের মূল গ্রন্থ একই কথা বলে। এখানে 'কেন?' প্রশ্নের তেমন একটা ভ্যালু আছে বলে মনে হয় না! তাহলে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা কিন্তু শান্তিপ্রিয় তাদের কি হবে? ওয়েল, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এরকম পার্টিকুলার কেসে কি বলে জানি না, তবে কোরান গ্রেই-ম্যাটার (Grey-matter) নিয়ে খুব একটা ডিল্ করে না। কোরান মূলতঃ 'হ্যাঁ' অথবা 'না', 'জেরো' অথবা 'ওয়ান', 'সাদা' অথবা 'কালো', 'ভালো' অথবা 'মন্দ', 'রাত' অথবা 'দিন' এই ধরণের স্ট্রেইট্ ফরওয়ার্ড বিষয়গুলোর উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে বলে আমার ধারণা। তবুও দেখুন 18:49, 99:7-8, 3:85 ইত্তাদি :

> **18.49:** ... Your Lord is never unjust towards anyone.
>
> **99.7-8:** He who has done an atom's weight of good shall see it. And he who has done an atom's weight of evil shall see it.

শ্যালো শুনালেও, ইসলামের সবচেয়ে বড় এ্যাড্ভান্টেজ্গুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে :

- ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যেটা কিনা তার প্রচারক বা কোন স্থানের নামানুসারে নামকরন করা হয়নি (যেমন জুডাইজম্ প্রফেট জুডার নামে, খৃষ্টানিটি প্রফেট জিসাস ক্রাইষ্টের নামে, বুডিজম্ বুদ্ধার নামে, হিন্দুইজম্ একটি স্থানের নামে, কন্ফিউশিয়ানিজম কন্ফিউশিয়াসের নামে, জরোঅ্যাস্ট্রিয়ানিজম্ জরোঅ্যাস্টারের নামে ... নামকরন করা হয়েছে)। এজন্য পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই ইসলামকেও ভুলক্রমে মুহাম্মাদানিজম্ বলে, বিশেষ করে কয়েক দশক আগ পর্যন্ত! বারট্রান্ড রাশেলের মতো দার্শনিক পর্যন্ত একই ভুল করেছেন! সুতরাং, ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম যেটা একটা ইউনিভার্সাল শব্দের (PEACE) উপর ব্যাসিস করে নামকরণ করা হয়েছে।
- কোরান-ই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা কিনা তার আগের সবগুলো ধর্মগ্রন্থকে <u>সরাসরি নাম উল্লেখ করে</u> মেনে নিয়েছে (নিদেনপক্ষে কোন ধর্মগ্রন্থকেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনি)। ইসলাম যেটা প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা হচ্ছে সবগুলো ধর্মের উপধর্ম, যেগুলো পরবতীর্তে কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে তৈরী করে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।
- কোরান-ই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটা কিনা তার আগের সকল প্রফেটদের সমান মর্যাদা সহ <u>সরাসরি</u> স্বীকার করে।
- আমার জানা মতে কোরানের কোথাও অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ/প্রফেটকে বাতিল/প্রত্যাখ্যান করার কথা লিখা নেই।
- কোরান-ই সম্ভবতঃ একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সরাসরি ওপেন এন্ড সেকুলার ডিক্লারেশন দিয়ে বলা আছে : 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার', 'ধর্মে কোনপ্রকার জোর-জবরদস্তি নেই', ইত্তাদি [2:256, 109:6, 6:108]। এগুলো কি ভেগ্ কথাবাত্রা নাকি মিথ নাকি চেরি পিকিং?

এর পরও কিছু মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশী প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে আর মানুষে-মানুষে বিদ্বেষও বাড়াচ্ছে!

যাহোক, আমার পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে এরকম :

- কিছু লোক কোরান, হাদিস, শারিয়া, আঞ্চলিক কালচার, কু-সংস্কার, একাত্তরের রাজাকার-আল্‌বদর-আল্‌সাম্‌স'দের কু-কর্ম, পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, আল-কায়েদা, বিন-লাদেন, মোল্লা ওমর, জামাত, নিজামী, সাইদী, আমিনী, ধর্মব্যবসা, পীরব্যবসা, দাড়ি-টুপি-জুব্বা-বোরখা, সৌদি আরব, ইরান, আফগানিস্থান .... এগুলির সবকিছুকে ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় ইসলামের সাথে একদম গুলিয়ে ফেলেছে! সবকিছুকে অযথায় ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে মানুষে-মানুষে বিদ্বেষ ছড়ানো শুধু ইল্লজিক্যাল-ই নয়, আন্‌এথিক্যালও বটে!
- প্রফেট মুহাম্মদ হাদিস, আঞ্চলিক কালচার, কু-সংস্কার ইত্তাদির দায়-দায়িত্ব নেবেন কেন? ওনি তো এগুলি ফলো করতে বলেন নাই। তার প্রমাণ হচ্ছে একমাত্র কোরান।
- এখনই সময় (Now is the time) বিষয়গুলিকে পৃথক করা এবং পৃথকভাবে সমালোচনা করা।
- কট্টর সমালোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমালোচনার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ, সমালোচনার বিষয়বস্তু কি কোরান ভিত্তিক, নাকি হাদিস-শারিয়া ভিত্তিক, নাকি মুসলিমদের আঞ্চলিক কালচার-কু-সংস্কার ভিত্তিক, নাকি মোল্লাতন্ত্র ভিত্তিক, নাকি অন্য কিছু?
- কট্টর সমালোচনার ক্ষেত্রে আন্‌অথেন্টিক সোর্স ব্যবহার করা ইল্লজিক্যাল এবং আন্‌এথিক্যাল! প্রশংসার ক্ষেত্রে কেহ সোর্স নিয়ে মাথা ঘামায় না।
- কট্টর সমালোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিকভাবে রেফারেন্‌স দিতে হবে।
- কোরানে যেহেতু এ্যারাব বা মধ্যযুগীয় কালচারের তেমন কিছুই নেই; সেহেতু, 'কোরান মানুষকে মধ্যযুগের দিকে টেনে নিয়ে যায়' - এই ধরনের প্রপাগান্ডা একদমই অবান্তর! বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি আয়াতের অংশবিশেষ কোট করে অযথায় বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ ছড়াবেন না, প্লিজ! কোন গ্রন্থের (কট্টর) সমালোচনা করতে হলে পুরো গ্রন্থকেই বিবেচনায় নিতে হয় এবং সেই সাথে গ্রন্থটার স্পিরিট-ও বোঝার দরকার আছে। [Qur'an is (one of) the most dynamic Book(s) on the face of the earth, because it does denounce monasticism/mysticism (57:27) and there is absolutely no priesthood. Qur'an has given some hints (in a nutshell) on many worldly things and advises its followers to do research (45:13, 38:29, 3:191, 10:24, 6:50, 13:3, 16:11-12, 16:69, 30:8, 30:21, 39:27, etc). Qur'an advises its followers NOT to accept anything without knowledge/verification (17:36). Therefore, there is NO question to believe in something blindly! According to Qur'an, its followers must always be dynamic with worldly affairs too.]

- তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, বাস্তব জগতে (Real World) ১০০% পারফেক্ট (Absolute) বলে কিছু নেই এবং কোরানও যেহেতু একটি বাস্তব জগতের প্রডাক্ট (*কাগজ-কলম-কালি দিয়ে মানুষই লিখেছে!*) সেহেতু কোরানও হয়তো এর উর্ধে নয় (My personal opinion in scientific/probabilistic sense)। একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুনঃ 4.82: Do they not consider the Qur'an (with care)? Had it been from other Than Allah, they would surely have found therein Much discrepancy. এই আয়াতটিতে কিন্তু কোনভাবেই বলা হচ্ছে না যে 'There is NO discrepancy in the Qur'an'। অত্যন্ত ট্যাক্টিক্যাল্ একটি আয়াত! অর্থাৎ, কিছু 'discrepancy' যদি থেকেও থাকে (আমি নিশ্চিত না) সেক্ষেত্রে আয়াত 4.82 অনুযায়ী কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই!
- আমি সমালোচনার অবশ্যই পক্ষে। তবে ইসলামের সমালোচনা করার ইচ্ছে থাকলে দয়া করে শুধুই কোরানের উপর ব্যাসিস করে সমালোচনা করুন। মানুষ সম্ভব হলে সমালোচনার জবাব দেবে, অন্যথায় দেবে না। কিন্তু কোরানের বাহিরের কোন কিছুকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে পানি ঘোলা করে প্রকৃত সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, প্লিজ! তাছাড়াও বিষয়টি সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করছে!
- এই বিশ্বে কোন মোল্লার বাপেরও সাধ্য নেই কোরানের আলোকে সাধারণ মুরতাদদের পার্থিব শাস্তির ফতুয়া দিতে পারে। কোন মোল্লার বাপেরও সাধ্য নেই কোরানের আলোকে মহিলাদের মাথা-মুখমন্ডল-হাত-পা সম্পূর্ণ ঢেকে বোরখা পড়াতে পারে, যদিনা কেহ স্ব-ইচ্ছায় পড়ে।
- 'কোন কিছু মানিনা বা বিশ্বাস করিনা' একটি বিষয়, আর মানিনা বা বিশ্বাস করিনা বলে তার বিরুদ্ধে যা-ইচ্ছে-তাই সত্য-মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ানো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়!
- শত-শত বছর যাবৎ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে আসছে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে! সাধারণ মানুষ একদমই ফেড্ আপ্! কেহ আর বিভ্রান্ত হতে চায় না। People want to look forward and wanna lead a peaceful life. Give them a break, please.

কোন প্রকার ভুল তথ্য দিয়ে থাকলে সুধরে দিলে বাধিত হবো।

ধন্যবাদ

রায়হান

ahumanb@yahoo.com